একক ২ ❑ ক্ষেত্রগবেষণা ও পর্যবেক্ষণমূলক অন্বেষণ

গঠন

২.১ উদ্দেশ্য

২.২ প্রস্তাবনা

২.৩ ক্ষেত্রগবেষণা

২.৩.১ ক্ষেত্রগবেষণার সাধারণ উপাদান

২.৩.২ ক্ষেত্রগবেষণার রূপরেখা

২.৩.৩ বিশ্লেষণী পদ্ধতি

২.৩.৪ সিদ্ধতা ও নির্ভরযোগ্যতা

২.৩.৫ ক্ষেত্রগবেষণার যথার্থ বিচার

২.৪ সারাংশ

২.৫ অনুশীলনী

২.৬ উত্তর সংকেত

২.৭ গ্রন্থপঞ্জী

১.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠের মাধ্যমে যা জানা যাবে, তা হল ঃ

- ক্ষেত্রগবেষণা পদ্ধতির কৌশলগত বিভিন্ন দিক
- ক্ষেত্রগবেষণা পদ্ধতির সিদ্ধতা ও নির্ভরযোগ্যতা
- ক্ষেত্রগবেষণার যথার্থ ক্ষেত্র

২.২ প্রস্তাবনা

আন্তঃক্রিয়াবাদী দৃষ্টিভঙ্গী থেকে সামাজিক গবেষণার আর এক বিশেষ পদ্ধতি হল ক্ষেত্রগবেষণা (Field research)। এই পদ্ধতি গুণবাচক গবেষণার (Qualitative research) অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে। কোনো সামাজিক ক্ষুদ্রক্ষেত্রের জনগোষ্ঠীর অন্তঃগ্রাহী গবেষণার ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। এই গবেষণার তথ্যাবলী মূলত গুণবাচক হয়ে থাকে। ফলে, তথ্যসংগ্রহ এবং তথ্য বিশ্লেষণ পদ্ধতি ভিন্নধর্মী হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে বাঁধা-ধরা কোনো রীতি অনুসরণ করতে হয় না। গবেষকের যথেষ্ট স্বাধীনতা থাকে। তবে, এই

গবেষণায় কতকগুলি সাধারণ উপাদান উল্লেখিত হয়ে থাকে। এই এককে ক্ষেত্রগবেষণার সাধারণ উপাদানগুলি আলোচনা করে এই গবেষণার সিদ্ধতা ও নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে আলোকপাত করা হল।

২.৩ ক্ষেত্রগবেষণা

ক্ষেত্রগবেষণা হল কোনো নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে অবৃহৎ জনগোষ্ঠীর সাথে পর্যবেক্ষকের এক সংবেদনশীল সম্পর্ক সূত্রে অনুসৃত অন্তঃগ্রাহী গবেষণা। বেইলির (Bailey) মতে এই গবেষণা অনেক সময় মানবজাতির বিবরণ নামে চিহ্নিত হয়ে থাকে (The term ''field study'' is often used almost simultaneously with the term ''ethnographic study'' or ''ethnography'') এই গবেষণায় সংশ্লিষ্ট সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর বিশদ ও পূর্ণাঙ্গ বিবরণ দেওয়া হয়ে থাকে। এই বিবরণ গবেষকের বহিস্থ দৃষ্টিভঙ্গীজাত (etic) বিবরণ নয়। সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীর অন্তঃস্থ দৃষ্টিভঙ্গীর (emic) বিবরণ হয়ে থাকে। যদিও দ্বাদশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় ধর্মপ্রচারক ও অভিযানকারীদের ভিনসংস্কৃতির বিবরণে এই পদ্ধতির প্রয়োগ উল্লেখিত হয়ে থাকে। বি. ম্যালিনৌস্কির (B. Malinowski) 'আর্গনাটস অফ দি ওয়েস্টার্ন প্যাসিফিক' (Argonauts of the Western Pacific, 1992) এই গবেষণা পদ্ধতির পথপ্রদর্শক হয়ে থাকে। যুক্তরাষ্ট্রে চিকাগো স্কুলের (Chicago school) এজরা পার্ক (Ezra park) টি. ওয়াশিংটন (T. Washington) প্রমুখ সমাজবিদরা এই গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করে থাকেন। বিংশ শতাব্দীর ৮০'র দশক থেকে নিরীক্ষামূলক গবেষণার বিপরীতে এই গবেষণা পদ্ধতির বিশেষ প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়ে থাকে।

অনুশীলনী - ১

১। ক্ষেত্রগবেষণা কাকে বলে?

২। ক্ষেত্রগবেষণার অপর আর এক নাম কী?

৩। ক্ষেত্রগবেষণার পথপ্রদর্শক কোন্ গবেষণা?

২.৩.১ ক্ষেত্রগবেষণার সাধারণ উপাদান

বেকার (Baker) ক্ষেত্রগবেষণার কতকগুলি সাধারণ উপাদানের উল্লেখ করেন। এই উপাদানগুলি হল ঃ গবেষণা ক্ষেত্র (Setting), একটি সাধারণ বিষয় (A General Subject), নির্দিষ্ট কর্মসূচি (Time frame) এবং পর্যবেক্ষণের বিভিন্ন দিক (Things to observe)।

(ক) গবেষণা ক্ষেত্র ঃ

ক্ষেত্রগবেষণার জন্য একটি ক্ষেত্র নির্দিষ্ট স্থানকে বোঝায় যেখানে গবেষণা সংশ্লিষ্ট ক্রিয়া, ঘটনা ইত্যাদি ঘটে থাকে। গবেষণাক্ষেত্র মনোনয়নের ক্ষেত্রে কতকগুলি দিক নজরে রাখতে হয়। এগুলি হল ঃ যথেষ্ট তথ্য পাওয়ার সম্ভাবনা, প্রাপ্তব্য তথ্যের যথার্থতা এবং ক্ষেত্রসম্পর্কে অনবহিতি। অপরিচিত ক্ষেত্রে সামাজিক সম্পর্ক ও ঘটনা পর্যবেক্ষণ সহজ হয়ে থাকে। তবে, ক্ষেত্রে প্রবেশের সাধ্যতা বিচারও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকে। আইনগত

ও রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ অনেক সময় ক্ষেত্রে প্রবেশের পথে অন্তরায় হয়ে থাকে। যেমন, কোনো সংরক্ষিত আদিবাসী এলাকায় বাইরে থেকে কেউ গিয়ে গবেষণা করতে পারেনা।

(খ) একটি সাধারণ বিষয় ঃ

যদিও ক্ষেত্রগবেষণার দিক নির্দেশ গবেষণা চলাকালীনই হয়ে থাকে, তবুও একটি সাধারণ বা বিশেষ লক্ষ্য /বিষয় নিয়ে ক্ষেত্রে প্রবেশ সুবিধাজনক হয়ে থাকে। যেমন, উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, এলিজা এ্যান্ডারসন (Elijah Anderson) জেলির শুঁড়িখানায় (Jelly''s Bar) ক্ষেত্রগবেষণায় শুঁড়িখানায় আসা পুরুষদের সামাজিক অবস্থান বা পদমর্যাদা বোঝায় সচেষ্ট হয়েছিলেন।

(গ) নির্দিষ্ট সময়সূচি ঃ

গবেষণার প্রতিপাদ্য বিষয়ের ওপর গবেষণার সময়সূচী নির্ভরশীল থাকে। গবেষণা সংশ্লিষ্ট ঘটনাটি স্বল্প সময়কালে ঘটলে গবেষণার সময় কম লাগে। আবার সংশ্লিষ্ট ঘটনা বিস্তৃত সময়কালে ঘটলে গবেষণার সময় দীর্ঘায়ত হয়ে থাকে। এ্যান্ডারসন দীর্ঘকাল ধরে তাঁর গবেষণা করে থাকেন। দীর্ঘকালব্যাপী গবেষণায় নির্দিষ্ট অন্তরে ক্ষেত্রে পরিদর্শনের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু, স্বল্প সময়কালীন গবেষণায় নির্দিষ্ট সময় অন্তরে ক্ষেত্রে উপস্থিত হতে হয়ে।

(ঘ) পর্যবেক্ষণযোগ্য দিকসমূহ ঃ

বেকারের (Baker) মতে ক্ষেত্র গবেষণায় পর্যবেক্ষণের দিকগুলি হল ঃ সাধারণ পরিবেশ (The environment), জনগোষ্ঠী ও তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক (People and their relationships), আচরণ ও ক্রিয়া গর্ম (Behaviour, action and activities) এবং ইতিহাস (Histories)।

পরিবেশ বলতে কোনো ক্ষেত্রের শীতলতা, উষ্ণতা, গন্ধ, বস্তুগত দিক (আসবাবপত্র, সাজ-সজ্জা, গাছ-পালা ইত্যাদি) এবং দৃশ্য বহিরঙ্গকে বোঝায়। বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিবেশ বিভিন্ন রকম লয়ে থাকে। যদিও পরিবেশ ক্ষেত্রগবেষণায় মূল বিষয় হয় না, তবুও ক্ষেত্রের যথাযথ বিবরণ দেওয়ার ক্ষেত্রে পরিবেশ প্রাসঙ্গিক হয়ে থাকে। মানুষই ক্ষেত্রগবেষণার মূল বিষয়বস্তু। তবে, একে অপরের সাথে ভূমিকা গ্রহণকারী মানুষই এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গি ক হয়ে থাকে। পিতা পুত্রের সম্পর্ক, ঊর্ধ্বতনের সাথে অধস্তনের সম্পর্ক, সদস্য এবং বহিরাগতের সম্পর্ক ইত্যাদির ধরন পর্যবেক্ষণে উপযোগী হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যেতে পারে কান্টার (Kanter) ইন্ডসকো কর্পোরেশন (Indsco Corporation) সংক্রান্ত ক্ষেত্রসমীক্ষায় ব্যবস্থাপক (Manager) এবং কর্মাধ্যক্ষের (Secretary) মধ্যকার সম্পর্ক পর্যবেক্ষণ করে থাকেন।

আচরণ ও ক্রিয়াকর্মের আঙ্গিক এবং মৌলিক এই দুই ধরনের দিকই পর্যবেক্ষিত হয়ে থাকে। যেমন, কোনো শ্রেণীকক্ষের ক্ষেত্র গবেষণায় কোন ধরনের ছাত্র প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য হাত তুলছে (প্রথম বেঞ্চের ছাত্র না শেষ বেঞ্চের ছাত্র), কী ভাবে উত্তর বলছে, শিক্ষক মহাশয় এক জায়গায় বসে থাকে না ছাত্রদের কাছাকাছি ঘোরাফেরা করে ইত্যাদি পর্যবেক্ষণযোগ্য হয়ে থাকে।

এছাড়া, সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর মূল নিবাস থেকে বর্তমান ক্ষেত্রে আগমনের সময়, কারণ, অভিজ্ঞতা, ইত্যাদি

সংক্রান্ত সংবাদ কথ্য বিবরণ (Oral history) সূত্রে সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে ব্যবহৃত সামগ্রী পর্যবেক্ষণ করে, যেমন বাদ্যযন্ত্র, স্পিকারের হাতিয়ার ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করে, সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইতিহাস নির্ধারণ করা হয়ে থাকে।

অনুশীলনী - ২

১। ক্ষেত্র গবেষণায় ক্ষেত্র বলতে কী বোঝায়?

২। ক্ষেত্র গবেষণায় সময়সূচি কিসের ওপর নির্ভর করে?

৩। ক্ষেত্র গবেষণায় পর্যবেক্ষণযোগ্য পরিবেশ বলতে কী বোঝায়?

৪। ক্ষেত্র গবেষণায় কী ধরনের মানুষ পর্যবেক্ষণযোগ্য হয়?

২.৩.২ ক্ষেত্রগবেষণার রূপরেখা

গবেষণার রূপরেখা সমধর্মী না হলেও, প্রতি ধরনের গবেষণায় গবেষণা পরিকল্পনা বিশেষ কার্যকরী হয়ে থাকে। ক্ষেত্র গবেষণায় গবেষণা পরিকল্পনা কয়েকটি বিশেষ দিক নির্দেশ করে থাকে। বেকারের (Baker) মতে ক্ষেত্র গবেষণায় গবেষণা পরিকল্পনা যে দিকগুলি নির্দেশ করে তা হল ঃ পর্যবেক্ষকের বিভিন্ন ভূমিকা, ক্ষেত্র গবেষণায় প্রস্তুতি, ক্ষেত্রে প্রবেশ, তথ্য সংগ্রহ এবং তথ্য লিপিবদ্ধকরণ।

(ক) ক্ষেত্রে গবেষকের ভূমিকা ঃ

ক্ষেত্রে গবেষককে বিভিন্ন ধরনের ভূমিকা গ্রহণ করতে হয়, রেমন্ড গোল্ড (Raymond Gold) এর মতে এই ভূমিকাগুলি হল ঃ সম্পূর্ণ অংশগ্রহণকারী (Complete Participant), অংশগ্রহণকারী পর্যবেক্ষক (Participant Observer), পর্যবেক্ষক অংশগ্রহণকারী (Observer Participant) এবং সম্পূর্ণ পর্যবেক্ষক (Complete Observer)। প্রথম ভূমিকায় গবেষকের সত্য পরিচয় এবং উদ্দেশ্য সদস্যদের কাছে গোপন করা হয়। গবেষক যতটা সম্ভব স্বাভাবিকভাবে বা স্বাভাবিকতায় অভিনয় করে সদস্যদের জীবনের প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে মেলামেশা করে প্রয়োজনীয় সংবাদ সংগ্রহ করে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যায়, রোজেন হ্যাম (Rosen ham) মানসিক রোগীর ভূমিকা গ্রহণ করে তাদের সম্পর্কে গবেষণা করেন। দ্বিতীয় ভূমিকায় গবেষক গবেষণা সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীতে সম্পূর্ণরূপে অংশগ্রহণ করে। যেমন, রেল হকারদের সম্পর্কে গবেষণা করতে হলে হকার হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হয়ে প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী সংগ্রহ করতে হয়। তবে, এক্ষেত্রে গবেষণার উদ্দেশ্য জানান দেওয়া হয়ে থাকে। তৃতীয় ক্ষেত্রের গবেষক তার পরিচয় জ্ঞাপন করে সদস্যদের পর্যবেক্ষণ করে থাকে। যেমন, কোনো বৈপ্লবিক আন্দোলন সম্পর্কে গবেষণার জন্য গবেষক ঐ আন্দোলনের নেতাদের তার পরিচয় দিয়ে পর্যবেক্ষণ বা সাক্ষাৎকার সূত্রে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে পারে। চতুর্থ ক্ষেত্রে গবেষক গবেষণা এককের জীবন ধারায় অংশগ্রহণ না করে এবং তাদের অজান্তে তাদের পর্যবেক্ষণ করে থাকে। যেমন, কোনো পার্কে বসে কিশোর কিশোরীদের আচরণ পর্যবেক্ষণ করা যায় তাদের কিছু

অবহিত না করেই। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য, ক্ষেত্র গবেষণায় গবেষকের যথার্থ ভূমিকা নির্দেশক কোনো বাঁধা ধরা নিয়ম নেই। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে সঠিক বিচার রোধের দ্বারা গবেষকের ভূমিকা নির্ধারণ করতে হয়।

(খ) ক্ষেত্র গবেষণার প্রস্তুতি ঃ

ক্ষেত্রে প্রবেশ করার পূর্বে গবেষককে ক্ষেত্র সম্পর্কে একটা প্রস্তুতি নিতে হয়। এই প্রস্তুতি বলতে ক্ষেত্র সম্পর্কে আগাম অবহিতি অর্জন বোঝায়। এই অবহিতি অন্তস্থ এবং বহিস্থ সূত্রে লাভ করা যায়। বহিস্থ সূত্র বলতে মুদ্রিত রচনাবলীকে বোঝায়। এই রচনাবলী পুস্তক, পত্রিকা, নিবন্ধ-পাঠের মাধ্যমে গবেষণা ক্ষেত্র সম্পর্কে যথেষ্ট সংবাদ পাওয়া যায়। অন্তস্থ সূত্র বলতে ক্ষেত্র অভ্যন্তরস্থ কোনো সদস্যের দেওয়া সংবাদকে বোঝায়। এই সংবাদ ক্ষেত্র সম্পর্কে প্রাক অবহিতি দিয়ে থাকে। যেমন, হাসপাতাল, সমবায় সংস্থা ইত্যাদি সংক্রান্ত গবেষণায় সংশ্লিষ্ট সংস্থার কোনো কর্মীর দেওয়া সংবাদ বিশেষ কার্যকরী হতে পারে।

(গ) ক্ষেত্রে প্রবেশ

ক্ষেত্রে প্রবেশ গবেষণার এক চরম পরীক্ষা। কিছু ক্ষেত্রে ক্ষেত্রস্থ সদস্যের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ক্ষেত্রে প্রবেশের পথ মসৃণ করলেও, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই গবেষক অপরিচিত হওয়ায় তার গ্রাহ্যতা স্থাপন কঠিন হয়ে থাকে। অনেক সময় কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের বা গবেষণা সংস্থার পরিচয়পত্র এই প্রবেশ পথ সুগম করতে সাহায্য করে থাকে। খেলার মাঠ, পার্ক ইত্যাদি মুক্ত ক্ষেত্রে প্রবেশ সহজসাধ্য হলেও বিদ্যালয়, শিল্প সংস্থা ইত্যাদির বন্ধ ক্ষেত্রে পরিচয় পত্র ছাড়া প্রবেশ সম্ভব হয় না। তবে, অনেক ক্ষেত্রের ক্ষেত্র অভ্যন্তরস্থ কোনো মধ্যবর্তী ব্যক্তির সহায়তায় এই ক্ষেত্র প্রবেশ সহজ হতে পারে। পারস্পরিক সখ্যতা (Rapport) স্থাপন এক্ষেত্রে কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে।

(ঘ) তথ্যসংগ্রহ ও তথ্যলিপিবদ্ধকরণ ঃ

ক্ষেত্র গবেষণায় তথ্য সংগ্রহের কৌশল হিসাবে সাধারণত অংশগ্রহণকারী পর্যবেক্ষণ (Participant observation) এবং অসংগঠিত সাক্ষাৎকার (Un-structured interview) প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়ে থাকে। এছাড়া, ব্যক্তিগত নথি (Personal documents) গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সূত্র হিসাবে গৃহীত হয়ে থাকে, অংশগ্রহণকারী পর্যবেক্ষণে গবেষক গবেষণা সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় অংশগ্রহণ করে প্রাসঙ্গিক তথ্য সংগ্রহ করে থাকে। এই উদ্দেশ্যে গবেষককে দীর্ঘকালব্যাপী ঐ গোষ্ঠীর মধ্যে বসবাস করতে এবং গোষ্ঠীর সংস্কৃতির সামিল হতে হয়। এইরূপ অংশগ্রহণের মাধ্যমে গবেষক ঐ গোষ্ঠীর আচার-আচরণ, জীবনবোধ, দৃষ্টিভঙ্গী ইত্যাদি উপলব্ধি করতে পারে, এবং তাদের সামাজিক জীবনের বিভিন্ন দিকের (পরিবেশ, আচরণ, ক্রিয়াকলাপ ইত্যাদি) তথ্যসংগ্রহ করতে সমর্থ হয়। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য, ক্ষেত্র গবেষকরা বিশ্বাস করেন যে সামাজিক জীবনের মূল সূত্র মানুষের দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছ ঘটনার সংবাদে নিহিত থাকে। তাই এই পদ্ধতিতে উল্লিখিত দিকসমূহের খুঁটিনাটি খবর সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। এই সব পর্যবেক্ষিত সংবাদ সময়মত নথিভুক্ত করতে হয়। এই উদ্দেশ্যে ক্যামেরা, টেপ-রেকর্ডার, ভিডিও-টেপ কিছু ক্ষেত্রে কার্যকরী হলেও, লিখিত নথি বা লিপি বিশেষ স্থান অধিকার করে থাকে। প্রকৃতপক্ষে, পর্যবেক্ষককে তথ্য নথিভুক্তকরণে বেশি সময় ব্যয় করতে হয়। পর্যবেক্ষণ এবং তথ্য

নথিভুক্তিকরণের মধ্যে বেশি সময় ব্যবধান রাখা যায় না, কারণ স্মৃতি বিলোপ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই, তথ্য নথিভুক্তিকরণ একাধিক পর্যায়ে করা হয়ে থাকে। প্রথমে সংক্ষিপ্ত (Sketchy) তারপর বিশদ (Detailed) উল্লেখ করা হয়ে থাকে। সংক্ষিপ্ত উল্লেখ পর্যবেক্ষণকালেই করা হয়ে থাকে। ক্ষেত্র থেকে ফিরে এসে বিশদ উল্লেখ করা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে সংক্ষিপ্ত উল্লেখ স্মারক এর ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। সংক্ষিপ্ত উল্লেখ (Jotted Notes) সূত্রে বিশদ ক্ষেত্রলিপি (Field Notes) গঠন ক্ষেত্র গবেষণার মূল উপকরণ হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য, বিভিন্ন দিকের বিবরণ বিভিন্ন লিপিতে আলাদা করে লেখা সুবিধাজনক হয়। তাই, পর্যবেক্ষণের তথ্য নথিভুক্ত করতে বিভিন্ন লিপি—প্রত্যয় পর্যবেক্ষণ লিপি, সিদ্ধান্ত লিপি, পদ্ধতি সংক্রান্ত লিপি ইত্যাদি—প্রস্তুত করা হয়ে থাকে। প্রথম ধরনের লিপি ক্ষেত্র থেকে ফিরেই প্রস্তুত করতে হয়। এক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ উত্তরদাতাদের নিজের ভাষাতেই লিপিবদ্ধ করতে হয়। দ্বিতীয় লিপিতে সংগৃহীত তথ্যাবলী সূত্রে প্রাপ্ত ধারণা বা সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করা হয়ে থাকে। তৃতীয় লিপিতে পর্যবেক্ষণস্তরে তথ্যসংগ্রহের উদ্দেশ্যে অনুসৃত বিভিন্ন কলা-কৌশল উল্লেখিত থাকে। পর্যবেক্ষণ ছাড়া, সাক্ষাৎকার ক্ষেত্র গবেষণার অপর এক তথ্যসংগ্রহ পদ্ধতি। এই সাক্ষাৎকার হয় একটি কথোপকথন প্রক্রিয়া (Conversation Process), এটা হয় অসংগঠিত (Un-structured) অনিয়ন্ত্রিত (Uncontrolled), মুক্ত প্রান্ত (Open ended) এবং অন্তঃগ্রাহী (In-depth), যাদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয় তারা ব্যাপারটি বুঝতে পারে না। এই প্রক্রিয়ায় প্রশ্ন করা, উত্তর শোনা এবং তার মর্ম বোঝা একই সাথে ঘাটে থাকে। পর্যবেক্ষণ সূত্রে উঠে আসা প্রশ্নাবলীর উত্তর সাক্ষাৎকার প্রক্রিয়ায় খোঁজার চেষ্টা করা হয়ে থাকে। এই উদ্দেশ্যে গবেষককে উত্তরদাতাদের বক্তব্য পেশকে ব্যাহত না করে তাদের স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে উত্তর দেওয়ায় উৎসাহিত করতে হয়। তবে, এই সাক্ষাৎকার বিভিন্ন পর্যায়ে করা হয়ে থাকে, প্রথম পর্যায়ে অতিমাত্রায় সংবেদনশীল প্রশ্ন পরিহার করে সহমর্মী এবং সহানুভুতিশীল মেলামেশার মাধ্যমে সখ্যতা স্থাপন করতে হয়। পরবর্তীস্তরে বন্ধুত্ব পূর্ণ সংলাপ-এর মাধ্যমে অন্তরস্থ সংবাদ সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য, এই সাক্ষাৎকার শুধু একক ব্যক্তির সাথে হয় না ব্যক্তি গোষ্ঠীর সাথেও সাক্ষাৎকার ঘটে থাকে। বার্জেস (Burgess) ছাত্রদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করার ক্ষেত্রে গোষ্ঠী সাক্ষাৎকার পদ্ধতি অনুসরণ করেন। এক্ষেত্রে উত্থাপিত কোনো প্রশ্নের উত্তর গোষ্ঠীভুক্ত সদস্যরা পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে দিয়ে থাকে। সাক্ষাৎকারে সদস্যদের মুখের কথা হুবহু নথিভুক্ত করার জন্য টেপ-রেকর্ডারের ব্যবহার বিশেষ উপযোগী হয়ে থাকে। আবার, টেপ-রেকর্ডার কথোপকথন প্রক্রিয়ার সব প্রাসঙ্গিক দিক সংরক্ষিত করতে না পারায় সমান্তরাল হাতিয়ার হিসাবে সাক্ষাৎকার লিপি প্রণয়ন করা হয়ে থাকে। এই লিপিতে সাক্ষাৎকারের প্রশ্নোত্তর ছাড়াও একটি প্রারম্ভিক পত্র (Face shut) লেখা হয়ে থাকে। এই পত্রে সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ, স্থান, সদস্যদের পরিচয় ও বৈশিষ্ট্যাবলী এবং সাক্ষাৎকারের বিষয় লেখা হয়ে থাকে। নিউম্যানের (Neuman) মতে এই প্রারম্ভিক সমাক্ষাৎকার লিপির অর্থ জ্ঞাপনের সহায়ক হয়ে থাকে। পর্যবেক্ষণ ও সাক্ষাৎকার ছাড়া ক্ষেত্র গবেষণার অপর এক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সূত্র হল ব্যক্তিগত নথি (Personal documents), আত্মজীবনী (Autobiography), চিঠি (Letters), দিনলিপি (Diaries), পারিবারিক বৃত্তান্ত (Family history) ইত্যাদি ব্যক্তিগত নথি হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকে। এই সব সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যাবলী সামাজিক ক্ষেত্র সম্পর্কে সহায়ক বোধ (Understanding) জ্ঞাপন করে থাকে। তবে,

এই সব সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যাবলী ব্যবহার করার পূর্বে এসবের বিশ্বাসযোগ্যতা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হওয়া দরকার।

পরিশেষে উল্লেখ্য, ক্ষেত্র থেকে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় তথ্য সংগ্রহের পর ধারাবাহিক ভাবে এবং সতর্কতার সঙ্গে ক্ষেত্র পরিত্যাগ করতে হয়। এক্ষেত্রে কোনো কিছু প্রদানের অঙ্গীকার করা হলে তা প্রদান করে বা সদস্যদের উদ্দেশ্যে কোনো ভোজ দিয়ে এবং গবেষণায় সহযোগিতা করার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে ক্ষেত্র পরিত্যাগ করা বাঞ্ছনীয়।

অনুশীলনী - ৩

১। সম্পূর্ণ অংশগ্রহণকারী এবং অংশগ্রহণকারী পর্যবেক্ষকের ভূমিকার পার্থক্য কী?

২। ক্ষেত্র গবেষণার প্রস্তুতি বলতে কী বোঝায়?

৩। ক্ষেত্র গবেষণায় সাক্ষাৎকার বলতে কী বোঝায়?

৪। সাক্ষাৎকার লিপিবদ্ধকরণে প্রারম্ভিক পত্র কেন প্রয়োজন?

৫। কয়েকটি ব্যক্তিগত নথির উল্লেখ করুন।

২.৩.৩ বিশ্লেষণী পদ্ধতি

ক্ষেত্র গবেষণার তথ্য বিশ্লেষণের পদ্ধতি সম্পর্কে সম্যক আলোচনা গবেষকদের লেখায় খুব বেশি দেখা যায় না। তবে, এই গবেষণার উদ্দেশ্য তত্ত্বনির্মাণ হওয়ায় ক্ষেত্রলিপি অন্তর্ভুক্ত তথ্যাবলী থেকে আদর্শ রূপ (pattern) নির্ধারণ করে ঐ আদর্শ রূপ সমূহের মধ্যে সম্পর্ক সূত্রে তত্ত্বনির্দেশ করা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে ঐ পদ্ধতির উল্লেখ করা যেতে পারে।

আদর্শ রূপ (Pattern)

আদর্শ রূপ হল সামাজিক ঘটনা, আন্তঃক্রিয়া, রীতি প্রভৃতির সাধারণ রূপ। ক্ষেত্র গবেষণায় তথ্যবিশ্লেষণে গবেষক এই ধরনের আদর্শ রূপ নির্ণয়ে সচেষ্ট থাকে। এই আদর্শ রূপের কিছু নির্ণায়ক (Criteria) থাকে। এই নির্ণায়কগুলি হল ঃ বিশেষ ধর্মিতা (Typicality), বিদ্যমানতা (Persistence) ক্ষেত্রান্তরে উপস্থিতি (Transituationality) এবং ব্যক্তিনিরপেক্ষতা (Transpersonality), বিশেষধর্মিতা বলতে বোঝায় কোনো আচরণের অনুসৃত বিশেষরূপ। যেমন, বিবাহ অনুষ্ঠানে বিবাহিত যুগলকে আশীর্বাদ করার রীতি। এক্ষেত্রে কতকগুলি বিশেষ উপকরণ দিয়ে নবদম্পতিকে আশীর্বাদ করা হয়। আশীর্বাদক প্রত্যেক আত্মীয় আত্মীয়া একইভাবে একই উপচারে আশীর্বাদ জ্ঞাপন করে থাকে। এই আচরণ সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে কালানুক্রমে ঘটে থাকায় আচরণটির বিদ্যমানতা বজায় থাকে। একাধিক গোষ্ঠীর মধ্যে ঐ আচরণ অনুসৃত হওয়ায় এর ক্ষেত্রান্তরে উপস্থিতি দেখা যায়। আবার, সকল আশীর্বাদক আশীর্বাদ জ্ঞাপনে একই ধরনের আচরণ অনুসরণ করায় এটা ব্যক্তি নিরপেক্ষ হয়ে থাকে। এইভাবে নির্ণায়ক সাপেক্ষে বিভিন্ন আচরণগত বিশেষ রূপ ক্ষেত্র গবেষণায় নির্দেশ করা হয়ে থাকে।

ব্যতিক্রমী রূপ (Deviant Case)

সদৃশ বিশেষ রূপ ছাড়াও ব্যতিক্রমী আচরণের নিরিখে আদর্শ ধরনটি বিশেষভাবে নির্দিষ্ট হয়ে থাকে। ব্যতিক্রমী আচরণ অনুমোদিত হলে আচরণের আদর্শ রূপটি প্রশ্নমূলক হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে ব্যতিক্রমী আচরণ অননুমোদিত হলে আদর্শ রূপ আচরণটি প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের মধ্যে বয়সের ঊর্ধ্ব-অধো ক্রমে নবদম্পতিকে আশীর্বাদ করাই আদর্শ আচরণ হয়ে থাকে। এই ক্রম না মেনে আশীর্বাদ জ্ঞাপন করা হলে ঐ আচরণ অসদৃশ হয়, এবং আদর্শ আচরণটি প্রশ্নমূলক হয়। আবার, সর্বক্ষেত্রেই ঐ ক্রম মেনে আশীর্বাদ জ্ঞাপন করলে ঐ আদর্শ আচরণ প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে।

তত্ত্বনির্দেশ (Developing Theories)

ভূমিস্থ তত্ত্ব (Grounded theory) নির্দেশ ক্ষেত্র গবেষণার বিশেষ লক্ষ্য হয়ে থাকে, ক্ষেত্রস্থ ঘটনা পরম্পরা উল্লেখ করে এক বিশেষ ধরনের সাথে অন্য এক বিশেষ ধরনের সম্পর্ক উল্লেখে তত্ত্ব নির্দেশ করা হয়ে থাকে। ব্রাউন (Brown) এবং ক্যান্টার (Canter) একটি বাড়ি ক্রয়ের ক্ষেত্রে ৫০টি স্তরের ভূমিকা গ্রহণের কথা উল্লেখ করেন। এই ভূমিকা স্তরগুলি একে অপরের সাথে সম্পর্কান্বিত থেকে বাড়ি কেনা প্রক্রিয়াটি সাধিত হয়ে থাকে। এই সূত্রে বাড়ি ক্রয় সংক্রান্ত এক তাত্ত্বিক অবধারণার নির্দেশ পাওয়া যায়। এইভাবে বিভিন্ন আচরণগত বিশেষ রূপ সূত্রে ক্ষেত্র গবেষণায় তাত্ত্বিক অবধারণা নির্দেশ করা সম্ভব হয়ে থাকে।

অনুশীলনী - ৪

১। আদর্শ রূপ বলতে কী বোঝায়?

২। আদর্শ রূপের নির্ণায়কগুলি কী কী?

৩। অসদৃশ আচরণ রূপ কী?

৪। ক্ষেত্র গবেষণায় তত্ত্বনির্দেশ কীভাবে করা হয়?

২.৩.৪ সিদ্ধতা ও নির্ভরযোগ্যতা

ক্ষেত্র গবেষণার সিদ্ধতা (Validity) বলতে সংগৃহীত সংবাদের গবেষণা ক্ষেত্রের যথার্থ প্রতিবিম্ব উপস্থাপনের সক্ষমতাকে বোঝায়। এই সিদ্ধতার চারটি দিক উল্লেখিত হয়ে থাকে—বাস্তুবিন্যাস জনিত সিদ্ধতা (Ecological Validity), স্বাভাবিক বিবরণ (Natural history), সদস্যদের স্বকৃত সিদ্ধকরণ, (Members validation), যথার্থ অভ্যন্তরস্থ ভূমিকা গ্রহণ (Competent insider performance), প্রথম ধরনের সিদ্ধতা বলতে গবেষকের ক্ষেত্রগত প্রতিবেদনের সাথে ক্ষেত্রের প্রকৃত অবস্থানের সাদৃশ্যকে বোঝায়। দ্বিতীয় ধরনের সিদ্ধতা বলতে বোঝায় গবেষকের ক্ষেত্রসংক্রান্ত অকপট ও বিশদ প্রতিবেদন অপরের কছে গ্রাহ্য বলে স্বীকৃত হওয়া। তৃতীয় ধরনের সিদ্ধতা হল গবেষকের প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট

ক্ষেত্রের সদস্যদের দ্বারা স্বীকৃত হওয়া। চতুর্থ ক্ষেত্রে গবেষণা প্রতিবেদনে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের বিশদ ও পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা পাওয়া গেলে গবেষকের উপযুক্ত বা যথার্থ অভ্যন্তরস্থ ভূমিকা গ্রহণ সমর্থিত হয়, এবং সেক্ষেত্রে প্রতিবেদন সিদ্ধ হয়ে থাকে। ক্ষেত্র গবেষণার প্রতিবেদনের নির্ভরযোগ্যতা (Reliability) আভ্যন্তরীন সংগতি (Internal Consistency) এবং বাহ্যিক সংগতি (External Consistency) বিচারে নির্ধারিত হয়ে থাকে। আভ্যন্তরীণ সংগতি বলতে ব্যক্তি, বস্তু বা ঘটনা সংক্রান্ত তথ্যাবলীর সুষম বিন্যাসকে বোঝায়। অপরপক্ষে বাহ্যিক সংগতি বলতে বোঝায় সংগৃহীত তথ্যাবলী অন্যান্য সূত্রে (মুদ্রিত রচনা, গবেষণামূলক নিবন্ধ ইত্যাদি) প্রাপ্ত সংবাদ দ্বারা সমর্থিত হওয়া। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য, ক্ষেত্র গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যাবলীর নির্ভরযোগ্যতা অনেকাংশে দুর্বল হয়ে থাকে। ক্ষেত্র গবেষক ক্ষেত্রস্থ উত্তরদাতাদের কথার উপর নির্ভরশীল থাকে। এই কথা বা উত্তর সবক্ষেত্রে যথার্থ ও সঠিক হয় না। ভুল সংবাদ দেওয়া, উত্তর না দেওয়া, মিথ্যা বলা ও ধৃষ্টতা হেতু তথ্যাবলী নির্ভরযোগ্য হয় না। এছাড়া ব্যক্তিগত উপলব্ধি ও দৃষ্টিভঙ্গী নির্ভর হওয়ায় ব্যক্তির প্রতিবেদন ভিন্নধর্মী হয়ে থাকে। এদিক থেকেও ক্ষেত্র গবেষণার তথ্যাবলীর নির্ভরযোগ্যতা প্রশ্নমূলক হয়ে থাকে। বেকারের মতে ক্ষেত্র গবেষণার নির্ভরযোগ্যতা নির্ধারণ করা বেশি জটিল হয়ে থাকে (Reliability, however, is more difficult to establish in field studies)।

অনুশীলনী - ৫

১। ক্ষেত্র গবেষণার সিদ্ধতা বলতে কী বোঝায়?

২। ক্ষেত্র গবেষণার নির্ভরযোগ্যতা কী কী সূত্রে নির্ধারিত হয়?

৩। ক্ষেত্র গবেষণার প্রতিবেদনের বাহ্যিক সংগতি কাকে বলে?

২.৩.৫ ক্ষেত্র গবেষণার প্রয়োগের যথার্থ ক্ষেত্র বিচার

ক্ষেত্র গবেষণা সাধারণত খেলার দল, গ্রাম, পাড়া, বিদ্যালয়, হাসপাতাল প্রভৃতির ন্যায় ছোট গোষ্ঠী বা সংগঠনের বৈশিষ্ট্য, ঘটনাবলী ইত্যাদির বর্ণনা করার ক্ষেত্রে অনুসরণ করা হয়ে থাকে। নিউম্যানের (Neuman) মতে পারস্পরিক আন্তঃক্রিয়ারত গোষ্ঠীর বিবরণ ও বোধের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। রুবিন এবং বেবীর (Rubin & Babbie) মতে কোনো জনগোষ্ঠীর স্বাভাবিক জীবন ক্ষেত্রে মনোভাব, ব্যবহার ইত্যাদির টুকিটাকি এবং সময়ের ব্যবধানে সামাজিক পরিবর্তন বোঝার ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি প্রয়োগ যথার্থ হয়ে থাকে। জন লোফ ল্যান্ডের (John Lof Land) মতে সংস্কৃতি, বিধি ইত্যাদি বোঝার ক্ষেত্রে, বিভিন্ন পেশায়, পারিবারিক ক্ষেত্রে এবং জাতি ব্যবস্থায় বিভিন্ন মর্যাদা সাপেক্ষে ভূমিকা বিশ্লেষণে, এবং মাতা-পুত্র, বন্ধু-বান্ধব প্রভৃতি জোড় সম্পর্ক বোঝার ক্ষেত্রে ক্ষেত্র গবেষণা পদ্ধতি প্রয়োগ যথার্থ হয়ে থাকে।

২.৪ সারাংশ

সামাজিক ক্ষুদ্র ক্ষেত্রে কোনো জনগোষ্ঠী, সংস্থা সংগঠন ইত্যাদির অন্তঃগ্রাহী গবেষণা হল ক্ষেত্র গবেষণা। এই গবেষণায় মূলত গুণবাচক তথ্য সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। একটি সাধারণ বিষয়কে কেন্দ্র করে এই তথ্যাবলী সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে গবেষণা চালানোর জন্য গবেষককে ক্ষেত্র সম্পর্কে প্রাক অবহিতি নিয়ে ক্ষেত্রে প্রবেশ করতে হয়। অতঃপর ক্ষেত্রস্থ সদস্যদের সাথে সখ্যতা স্থাপন করে তথ্য সংগ্রহ করতে হয়। সদস্যদের জীবনধারায় অংশীদার হয়ে অংশগ্রহণকারী পর্যবেক্ষণ সূত্রে মূলত তথ্যাবলী সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। এই তথ্যক্ষেত্রের পরিবেশ, সদস্যদের ভূমিকা গ্রহণ, বিভিন্ন ধরনের সম্পর্ক ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট হয়ে থাকে। পর্যবেক্ষণ লব্ধ ক্ষেত্রের খুঁটিনাটি সংবাদ মূলত পর্যবেক্ষণের অবসরে লিপিবদ্ধ করা হয়ে থাকে। এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ধরনের লিপি প্রস্তুত করা হয়ে থাকে। পর্যবেক্ষণ ছাড়া, তথ্য সংগ্রহের আর এক উপায় হল অসংগঠিত সাক্ষাৎকার। স্বাভাবিক কথোপকথনের সূত্রে প্রাপ্ত প্রাসঙ্গিক তথ্যাবলী লিপিবদ্ধ করা হয়ে থাকে। পর্যবেক্ষণ সূত্রে উঠে আসা প্রশ্নগুলির উত্তর এই সাক্ষাৎকারে পাওয়ার চেষ্টা করা হয়। অনেক সময় অসংগঠিত ও মুক্ত প্রশ্নমালা নির্দেশক হিসাবে ব্যবহার করে তথ্যাবলী সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। এই সব তথ্য সাক্ষাৎকার লিপিতে লিপিবদ্ধ করা হয়। এছাড়া, ব্যক্তিগত নথি যেমন, চিঠি, আত্মজীবনী, দিনলিপি ইত্যাদি ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসূত্র হয়ে থাকে। ক্ষেত্র গবেষণার এক অন্যতম উদ্দেশ্য হল ভূমিস্থ তত্ত্বনির্মাণ। এই উদ্দেশ্যে সংগৃহীত তথ্যাবলী প্রক্রিয়াকরণ করে কিছু বিশেষ ধরন নির্দেশ করা হয়। এই বিশেষ ধরনগুলি আচরণগত, বৈশিষ্ট্যগত, আচারগত হতে পারে। এই বিশেষ ধরনগুলির মধ্যে সম্পর্ক নির্দেশ করে তত্ত্ব নির্মাণ করা হয়ে থাকে। তবে, প্রতিবেদনের সিদ্ধতা ও নির্ভরযোগ্যতা এক্ষেত্রে বিশেষ বিবেচ্য হয়ে থাকে। প্রতিবেদন ক্ষেত্র সম্পর্কে স্বাভাবিক এবং সংগতিপূর্ণ চিত্রায়ণ করলে এবং ঐ চিত্রায়ণ ক্ষেত্রস্থ সদস্যদের কাছে গৃহীত হলে তা সিদ্ধ হয়ে থাকে। আবার, ঐ প্রতিবেদন অন্যান্য তথ্যসূত্র দ্বারা সমর্থিত হলে এবং পারস্পরিক বিন্যাসগত ক্ষেত্রে সামঞ্জস্যপূর্ণ হলে নির্ভরযোগ্য হয়ে থাকে।

২.৫ অনুশীলনী

১। ক্ষেত্র গবেষণায় ক্ষেত্র সম্পর্কে কী ধরনের বিবরণ দেওয়া হয়?

২। ক্ষেত্র গবেষণায় ক্ষেত্র মনোনয়নে কোন কোন দিকে নজরে রাখতে হয়?

৩। ক্ষেত্র গবেষণায় পর্যবেক্ষণযোগ্য দিকগুলি কী?

৪। ক্ষেত্রে প্রবেশের পথ কীভাবে সুগম করা যায়?

৫। পর্যবেক্ষণ লব্ধ তথ্যাবলী নথিভুক্তকরণের বিভিন্ন লিপির পরিচয় দিন।

৬। সাক্ষাৎকার প্রক্রিয়ার বিভিন্ন দিকগুলি উল্লেখ করুন।

৭। ক্ষেত্র পরিত্যাগ প্রক্রিয়ার কয়েকটি দিক উল্লেখ করুন।

৮। ক্ষেত্র গবেষণার সিদ্ধতা বিচারের দিকগুলি উল্লেখ করুন।

৯। ক্ষেত্র গবেষণার নির্ভরযোগ্যতা দুর্বল হয় কেন?

১০। ক্ষেত্র গবেষণা পদ্ধতি প্রয়োগের যথার্থ ক্ষেত্রগুলি উল্লেখ করুন।

২.৬ উত্তর সংকেত

অনুশীলনী -১

১। ক্ষেত্র গবেষণা হল কোনো নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে অবৃহৎ জনগোষ্ঠীর সংবেদনশীল পর্যবেক্ষণ নির্ভর অন্তঃগ্রাহী গবেষণা।

২। ক্ষেত্র গবেষণার অপর আর এক নাম হল মানব জাতির বিবরণ।

৩। ম্যালিনৌস্কির 'আর্গনাটস্ অফ দ্যা ওয়েস্টার্ন প্যাসিফিক' গবেষণাটি ক্ষেত্র গবেষণার পথ প্রদর্শক হয়ে থাকে।

অনুশীলনী - ২

১। ক্ষেত্র গবেষণায় ক্ষেত্র বলতে একটি নির্দিষ্ট স্থানকে বোঝায় যেখানে গবেষণা সংক্রান্ত ক্রিয়া, ঘটনা ঘটে থাকে।

২। ক্ষেত্র গবেষণার সময়সূচী গবেষণার প্রতিপাদ্য বিষয়ের ওপর নির্ভর করে। গবেষণা সংশ্লিষ্ট ঘটনাটি স্বল্প সময়কালীন হলে গবেষণায় সময় কম লাগে। আবার, সংশ্লিষ্ট ঘটনাটি বিস্তৃত সময়কালে ঘটলে গবেষণার সময় দীর্ঘায়ত হয়।

৩। ক্ষেত্র গবেষণার পর্যবেক্ষণযোগ্য পরিবেশ বলতে কোনো ক্ষেত্রের শীতলতা, উষ্ণতা, গন্ধ, গাছপালা, আসবাব পত্র, সাজ-সজ্জা ইত্যাদিকে বোঝায়।

৪। একে অপরের সাথে পারস্পরিক ভূমিকাগ্রহণকারী মানুষ ক্ষেত্র গবেষণায় পর্যবেক্ষণযোগ্য হয়ে থাকে।

অনুশীলনী - ৩

১। সম্পূর্ণ অংশগ্রহণকারী ভূমিকায় গবেষক নিজের পরিচয় এবং উদ্দেশ্য গোপন করে ক্ষেত্রস্থ জনগোষ্ঠীর জীবনধারায় সম্পূর্ণরূপে অংশগ্রহণ করে। পক্ষান্তরে, অংশগ্রহণকারী পর্যবেক্ষণে গবেষক নিজের পরিচয় এবং গবেষণার উদ্দেশ্য প্রকাশ করে জনগোষ্ঠীর জীবনধারায় অংশগ্রহণ করে থাকে।

২। ক্ষেত্র গবেষণার প্রস্তুতি বলতে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্র সম্পর্কে আগাম অবহিতির প্রচেষ্টাকে বোঝায়।

৩। ক্ষেত্র গবেষণায় সাক্ষাৎকার হল একটি স্বাভাবিক কথপোকথন প্রক্রিয়া। এটা অসংগঠিত, অনিয়ন্ত্রিত এবং অন্তঃগ্রাহী হয়ে থাকে।

৪। প্রারম্ভিক পত্র সাক্ষাৎকার লিপির অর্থ জ্ঞাপনে সহায়ক হয়ে থাকে।

৫। কয়েকটি ব্যক্তিগত নথি হল ঃ আত্মজীবনী, চিঠি, দিনলিপি ও পারিবারিক বৃত্তান্ত।

অনুশীলনী - ৪

১। আদর্শ রূপ হল সামাজিক ঘটনা, আন্তঃক্রিয়া, রীতি প্রভৃতির সাধারণ রূপ।

২। আদর্শ রূপের নির্ণায়কগুলি হল ঃ বিশেষ ধর্মিতা, বিদ্যমানতা, ক্ষেত্রান্তরে উপস্থিতি ও ব্যক্তি নিরপেক্ষতা।

৩। অসদৃশ্য আচরণ রূপ হল প্রচলিত আচরণ ক্রমের ব্যতিক্রমী রূপ।

৪। ক্ষেত্র গবেষণায় ক্ষেত্রস্থ ঘটনা পরম্পরা উল্লেখ করে এক বিশেষ ধরনের সাথে আর এক বিশেষ ধরনের সম্পর্ক উল্লেখে তত্ত্ব নির্দেশ করা হয়ে থাকে।

অনুশীলনী - ৫

১। ক্ষেত্র গবেষণার সিদ্ধতা বলতে সংগৃহীত সংবাদের গবেষণা ক্ষেত্রের যথার্থ চিত্র উপস্থাপনের সক্ষমতাকে বোঝায়।

২। ক্ষেত্র গবেষণার নির্ভরযোগ্যতা আভ্যন্তরীণ সংগতি এবং বাহ্যিক সংগতি সূত্রে নির্ধারিত হয়ে থাকে।

৩। ক্ষেত্র গবেষণার প্রতিবেদনের বাহ্যিক সংগতি বলতে বোঝায় মুদ্রিত রচনা। গবেষণামূলক নিবন্ধ ইত্যাদি দ্বারা উপস্থাপিত প্রতিবেদনের সমর্থন।

সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

১। ক্ষেত্র গবেষণায় সংশ্লিষ্ট সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর বিশদ ও পূর্ণাঙ্গ বিবরণ দেওয়া হয়ে থাকে। এই বিবরণ গবেষকের বহিস্থ দৃষ্টিভঙ্গীজাত হয় না। এটা সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীর অন্তস্থ দৃষ্টিভঙ্গী জাত হয়ে থাকে।

২। ক্ষেত্র গবেষণায় ক্ষেত্র মনোনয়নের যে দিকগুলির প্রতি নজর দিতে হয় তা হল ঃ যথেষ্ট তথ্য পাওয়ার সম্ভাবনা, তথ্যের যথার্থতা, ক্ষেত্র সম্পর্কে অপরিচিতি এবং ক্ষেত্রে প্রবেশের সাধ্যতা।

৩। ক্ষেত্র গবেষণায় পর্যবেক্ষণের দিকগুলি হল ঃ সাধারণ পরিবেশ, জনগোষ্ঠী ও তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক, আচরণ ক্রিয়া-কর্ম এবং ইতিহাস।

৪। ক্ষেত্রস্থ সদস্যদের সাথে সখ্যতা, কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা গবেষণা সংস্থার পরিচয়পত্র এবং ক্ষেত্র অভ্যন্তরস্থ কোনো মধ্যবর্তী ব্যক্তির সহযোগিতা ক্ষেত্রে প্রবেশের পথ সুগম করে থাকে।

৫। ক্ষেত্র গবেষণায় সংগৃহীত তথ্যাবলী নথিভুক্ত করার জন্য বিভিন্ন লিপি প্রস্তুত করা হয়—প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ লিপি, সিদ্ধান্ত লিপি ও পদ্ধতি সংক্রান্ত লিপি। প্রথম লিপিতে পর্যবেক্ষণের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ উত্তরদাতার মুখের ভাষাতেই লিপিবদ্ধ করতে হয়। দ্বিতীয় লিপিতে সংগৃহীত তথ্যাবলী সূত্রে

প্রাপ্ত ধারণা বা সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করা হয়ে থাকে। তৃতীয় লিপিতে ক্ষেত্র গবেষণার বিভিন্ন স্তরে অনুসৃত পদ্ধতিগত দিক লিপিবদ্ধ করা হয়ে থাকে।

৬। পর্যবেক্ষণ সূত্রে উঠে আসা প্রশ্নাবলীর উত্তর সাক্ষাৎকার প্রক্রিয়ায় পাওয়ার চেষ্টা করা হয়। এই প্রক্রিয়ায় প্রশ্ন করা, উত্তর শোনা এবং উত্তর লিপিবদ্ধ করা একই সাথে ঘটে থাকে। এক্ষেত্রে উত্তরদাতাদের স্বতঃস্ফূর্তভাবে উত্তর দেওয়ার জন্য উৎসাহিত করা হয়ে থাকে। তবে, প্রথম পর্যায়ে উত্তরদাতাদের স্পর্শকাতর প্রশ্ন করা যায় না। যথেষ্ট সখ্যতা স্থাপনের পর দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রশ্ন করা যেতে পারে। সাক্ষাৎকারের উত্তর হুবহু নথিভুক্ত করার জন্য অনেকক্ষেত্রে টেপরেকর্ডারের ব্যবহার উপযোগী হয়ে থাকে। কিন্তু, উত্তরদানের সবদিক টেপরেকর্ডারে ধরে রাখা যায় না। তাই সমান্তরাল উপায় হিসাবে সাক্ষাৎকার লিপি প্রণয়ন করা হয়ে থাকে।

৭। ক্ষেত্র গবেষণায় ক্ষেত্র পরিত্যাগ একটি স্পর্শকাতর পর্যায়। এই পর্যায়ে অতি সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়, যাতে ক্ষেত্রস্থ সদস্যরা মনক্ষুণ্ণ না হয়। এই স্তরে সদস্যদের উদ্দেশ্যে একটি ভোজ দেওয়া যেতে পারে। গবেষণায় সহযোগিতার বিনিময়ে কিছু উপঢৌকন দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলে তা পালন করতে হয়। এবং সর্বোপরি, সকল সদস্যকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বিদায় নেওয়া যেতে পারে।

৮। ক্ষেত্র গবেষণার সিদ্ধতা চারটি দিক থেকে দেখা হয়—বাস্তুবিন্যাস জনিত সিদ্ধতা, স্বাভাবিক বিবরণ, সদস্যদের স্বকৃত সিদ্ধকরণ এবং যথার্থ অভ্যন্তরস্থ ভূমিকা গ্রহণ। প্রথম সিদ্ধতা হল ক্ষেত্রগত প্রতিবেদনের সাথে ক্ষেত্রের প্রকৃত আস্থার সাদৃশ্য থাকা। দ্বিতীয় ধরনের সিদথতা হল গবেষকের ক্ষেত্রগত অকপট ও বিশদ বিবরণ অপরের কাছে গ্রাহ্য হওয়া। তৃতীয় ধরনের সিদ্ধতা হল গবেষকের প্রতিবেদন ক্ষেত্র অভ্যন্তরস্থ ব্যক্তিদের দ্বারা স্বীকৃত হওয়া। চতুর্থ, ক্ষেত্র সম্পর্কে বিশদ ও পুঙ্খানুপঙ্খ বর্ণনা প্রতিবেদনকে সিদ্ধ করে।

৯। ক্ষেত্র গবেষণার নির্ভরযোগ্যতা দুর্বল হওয়ার কিছু কারণ আছে, উত্তরদাতাদের দ্বারা ভুল সংবাদ দেওয়া, উত্তর না দেওয়া, মিথ্যাচার ও ধৃষ্টতা হেতু ক্ষেত্র গবেষণার নির্ভরযোগ্যতা দুর্বল হয়ে থাকে।

১০। খেলার দল, পাড়া ইত্যাদির ন্যায় ছোট গোষ্ঠীর বা সংস্থার বৈশিষ্ট্য, ঘটনা ইত্যাদি বর্ণনা করার উদ্দেশ্যে ক্ষেত্র গবেষণা পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। এছাড়া কোনো জনগোষ্ঠীর মনোভাব, ব্যবহার, ভূমিকাগত দিক এবং সামাজিক পরিবর্তন বোঝার ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়ে থাকে।

২.৭ গ্রন্থপঞ্জী

১। বেকার, থেরিসি, এল ঃ ডুইং সোশ্যাল রিসার্চ (দ্বিতীয় সংস্করণ) ম্যাকগ্রহীলস সিঙ্গাপুর, ১৯৯৪।

২। লরেন্স, নিউম্যান ঃ সোশ্যাল রিসার্চ মেথডস্—কোয়ালিটেটিভ এন্ড কোয়ানটিটেটিভ এ্যাপ্রোচ (তৃতীয় সংস্করণ) অ্যালিন এন্ড বেকন, বোস্টন, ১৯৯৭।

৩। বেইলি, কে. ডি ঃ মেথডস্ অফ সোশ্যাল রিসার্চ (তৃতীয় সংস্করণ) ফ্রি প্রেস নিউইয়র্ক, ১৮৮৭।

৪। চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণদাস ঃ সামাজিক গবেষণা ঃ পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া (দ্বিতীয় সংস্করণ) আরামবাগ বুক হাউস, কোলকাতা ২০০২।